International Research Journal of Education and Technology

Peer Reviewed Journal

ISSN 2581-7795

Philosophy of Education and its Significance for Special Teachers

শিক্ষার দর্শন এবং বিশেষ শিক্ষকদের জন্য এর তাৎপর্য

-Malay Khan, JADAVPUR UNIVERISTY, Kolkata, West Bengal

Professor Ravi Khangai (Central University of Karnataka)

Dr. Sudip Bhui (Sidhu Kanu Birsha University)

Dr. Aloke Kora (University of Calcutta)

ভূমিকা

শিক্ষার দর্শন বলতে সেই মৌলিক নীতি ও বিশ্বাসকে বোঝায়, যা শিক্ষাদান ও শেখার প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। এটি শিক্ষার উদ্দেশ্য, জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা এবং শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে। বিশেষ-শিক্ষার ক্ষেত্রে, এই দর্শনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ এটি শিক্ষককে বিভিন্ন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চাহিদা বোঝা এবং সেগুলির প্রতি সাড়া দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বিশেষ-শিক্ষা শিক্ষকরা সাধারণ শিক্ষার নীতির বাইরে গিয়ে, একটি বিশদ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন যা অন্তর্ভুক্তি, সহানুভূতি, ব্যক্তিগত শিক্ষাদান এবং নৈতিক যত্নকে অগ্রাধিকার দেয়।

একটি সুগঠিত শিক্ষার দর্শন বিশেষ-শিক্ষা শিক্ষকদের এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করে যেখানে সকল শিক্ষার্থী, তাদের সামর্থ্য যাই হোক না কেন, বিকশিত হতে পারে। এই দর্শন শিক্ষকদের প্রথাগত শিক্ষার পদ্ধতির বাইরে যেতে এবং বিভিন্ন শিখনশৈলী, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা এবং আচরণগত চ্যালেঞ্জগুলির সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। এটি শিক্ষকদের নৈতিক এবং ন্যায়বিচারমূলক দায়িত্বও নির্দেশ করে, যা শিক্ষার্থীদের পক্ষে সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। বিশেষ-শিক্ষা

ISSN 2581-7795

শিক্ষকদের অবশ্যই সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা এবং শিক্ষার্থীদের শেখার এবং বিকাশের ক্ষমতার প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করতে হবে।

শিক্ষা দর্শনের গুরুত্ব এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি গঠনে এর ভূমিকা

বিশেষ-শিক্ষা শিক্ষকদের শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলি তৈরি করতে শিক্ষার দর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ-শিক্ষা প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীরা প্রায়ই শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, জ্ঞানগত অক্ষমতা, আবেগজনিত এবং আচরণগত ব্যাধি, এবং শিখন অক্ষমতাসহ বিভিন্ন চাহিদা প্রদর্শন করে। এর ফলে, প্রচলিত শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলি তাদের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট নয়। এখানে শিক্ষার দর্শন বিশেষ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি শিক্ষকদের বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম পরিবর্তন, এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট ক্ষমতার জন্য ব্যক্তিগত শিক্ষা পরিকল্পনা (IEP) তৈরি করতে সাহায্য করে।

দর্শনগুলির মধ্যে নির্মাণবাদের দর্শন, মানবতাবাদ, এবং আচরণবাদের মতো তত্ত্বগুলি বিশেষ শিক্ষার শিক্ষাদান পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, নির্মাণবাদের দর্শন, যা জাঁ পিয়াজে এবং লেভ ভিগোৎস্কির মত তাত্ত্বিকদের কাজের উপর ভিত্তি করে তৈরি, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং সক্রিয় শিক্ষণকে উৎসাহিত করে। এই দর্শন বিশেষ শিক্ষায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শিক্ষকদের এমন পাঠ্য তৈরি করতে উৎসাহিত করে যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগত বিকাশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং এর ফলে শিক্ষণ আরও অর্থবহ ও উপলব্ধিযোগ্য হয়।

অন্যদিকে, মানবতাবাদী দর্শন, যা আবেগগত স্বাচ্ছন্দ্য এবং আত্ম-সার্থকতার উপর জোর দেয়, দেখায় যে বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আত্ম-সংজ্ঞা গড়ে

ISSN 2581-7795

তুলতে এবং তাদের সাথে সহায়ক সম্পর্ক স্থাপন করতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকদের চ্যালেঞ্জ এবং অনন্য দায়িত্ব

বিশেষ-শিক্ষা শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষকদের তুলনায় আলাদা ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং দায়িত্বের মুখোমুখি হতে হয়। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি হল বিভিন্ন শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রাখা। বিশেষ-শিক্ষা প্রোগ্রামে কোনো দুটি শিক্ষার্থীর চাহিদা এক নয়, এবং শিক্ষকরা এই বিভিন্ন চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে শিক্ষাদান করতে দক্ষ হতে হবে। এটি প্রায়ই একাধিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা, সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহার করা এবং শিক্ষণ পদ্ধতিগুলিকে ক্রমাগত অভিযোজিত করার প্রয়োজন হয় যাতে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

শিক্ষাদানের চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি, বিশেষ-শিক্ষা শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পক্ষেও একজন প্রবক্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। প্রায়শই তারা আরও বিস্তৃত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কাজ করে যাতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যথাযথ সুবিধা পায় এবং তারা সাধারণ শিক্ষার সুযোগ থেকে বাদ না পড়ে। এই প্রবক্তা ভূমিকা পেশাদারদের সাথে সহযোগিতা করা—যেমন বক্তৃতা থেরাপিস্ট, কর্ম থেরাপিস্ট, এবং মনোবিজ্ঞানীদের সাথে কাজ করাও অন্তর্ভুক্ত করে, পাশাপাশি অভিভাবকদের সাথে কাজ করে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সমন্বিত সহায়ক ব্যবস্থা তৈরি করা। তাছাড়া, বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকদের তাদের কাজের

ISSN 2581-7795

নৈতিক দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, যাতে তারা শিক্ষার্থীদের সম্মান, গোপনীয়তা এবং অধিকার রক্ষা করে।

সংক্ষেপে, শিক্ষার দর্শন বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। এটি তাদের জটিল কাজগুলোর সঠিকভাবে সামাল দেওয়ার এবং এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে যা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য সহায়ক।

বিশেষ শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বিশেষ শিক্ষার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিশেষ শিক্ষার ইতিহাস মূলত সমাজের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের সঙ্গে আচরণের বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। অতীতে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায়শই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত বা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, প্রতিবন্ধকতাগুলি ভুল বোঝা হতো এবং প্রায়ই ঈশ্বরের শাস্তি বা নৈতিক ত্রুটির ফলাফল বলে মনে করা হতো, যার ফলে এই ব্যক্তিদের আলাদা করে রাখা হতো এবং তারা সমাজের মূলধারার শিক্ষা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতেন। প্রাচীন সভ্যতা এবং মধ্যযুগে, যারা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার ছিলেন তাদের প্রায়শই লুকিয়ে রাখা হতো এবং সামাজিক ও শিক্ষাগত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতো।

তবে, যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে আলোকায়ন যুগ এবং তার পরবর্তী শিল্প বিপ্লবের সময়। জন লক এবং জঁ জ্যাক রুশোর মতো চিন্তাবিদরা সব শিশুর জন্য, সে প্রতিবন্ধী হোক বা না হোক, শিক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দেন। ১৯শ শতকে বধির, অন্ধ এবং মানসিকভাবে

ISSN 2581-7795

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যা দেখায় যে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। তবে, এই উদ্যোগগুলি প্রায়ই পৃথকীকরণের উপর জোর দিত, যার ফলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমাজের মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ সীমিত ছিল।

বিংশ শতাব্দী এই খাতে উল্লেখযোগ্য সংস্কার নিয়ে আসে, বিশেষ করে এর দ্বিতীয়ার্ধে, যখন প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি একটি অধিকতর প্রগতিশীল ও অধিকারভিত্তিক কাঠামোর দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকের নাগরিক অধিকার আন্দোলন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের জন্যও একটি বড় পরিবর্তনের সূচনা করে। এসব পরিবর্তনের ফলস্বরূপ ১৯৭৫ সালে Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) আইন প্রণীত হয়, যা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে এবং উপযুক্ত শিক্ষার (FAPE) অধিকার নিশ্চিত করে। IDEA বিশেষ শিক্ষার ইতিহাসে একটি বড় পরিবর্তন নির্দেশ করে, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেয় এবং তাদের মূলধারার শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্তির সুবিধা প্রদান করে।

ISSN 2581-7795

প্রধান আইনগত মাইলফলক

বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন বিশেষ শিক্ষার আধুনিক প্রেক্ষাপটকে গঠন করেছে এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধিকারকে নিশ্চিত করেছে:

- **১৯৭৩ সালের পুনর্বাসন আইন (ধারা ৫০৪):** এই আইনটি ফেডারেল অর্থায়নপ্রাপ্ত প্রোগ্রামগুলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে, যার মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত। এটি বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরবর্তী সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করে।
- **১৯৭৫ সালের Education for All Handicapped Children Act:** পরবর্তীতে এটি Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) নামে পরিচিত হয়। এই আইনটি জনসাধারণের স্কুলগুলোকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ও উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করার নির্দেশ দেয়। IDEA-তে প্রথমবারের মতো প্রতিটি শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী একটি ব্যক্তিগত শিক্ষার পরিকল্পনা (IEP) তৈরি করার ধারণা আসে।
- **১৯৯০ সালের Americans with Disabilities Act (ADA):** এই নাগরিক অধিকার আইনটি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রসারিত করে এবং শিক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুবিধা নিশ্চিত করে। ADA IDEA-তে উল্লেখিত অধিকারের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই সুরক্ষা প্রদান করে।

ISSN 2581-7795

- **২০০১ সালের No Child Left Behind Act:** এই আইনটি সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাগত দায়বদ্ধতা এবং মানসম্পন্ন পরীক্ষা নিশ্চিত করে, যার মধ্যে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরাও অন্তর্ভুক্ত।

এই আইনগুলি বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ভারতে বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন শিশুদের জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত কয়েকটি আইন হল:

- বিভিন্ন সক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬ **(Rights of Persons with Disabilities Act, 2016)**: এই আইনে ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, যাদের উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এটি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য কমপক্ষে ৫% আসন সংরক্ষণ করতে এবং ভর্তি প্রক্রিয়ায় ৫ বছরের বয়সের ছাড় প্রদান করতে বাধ্য করে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইন, ১৯৯৫**(Persons with Disabilities Act, 1995)**: এই আইনে সরকারকে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একীভূত শিক্ষা এবং বিশেষ স্কুলগুলো প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারকে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে যে প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযুক্ত পরিবেশে বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ থাকবে।
- আরটিই আইন (শিক্ষার অধিকার আইন)(**RTE Act)**:আরটিই আইনের ৩ (২) ধারায় প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটি একাধিক বা গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন শিশুদের জন্য গৃহভিত্তিক শিক্ষা বেছে নেওয়ার সুযোগও প্রদান করে।

International Research Journal of Education and Technology

Peer Reviewed Journal

ISSN 2581-7795

দর্শনগত পরিবর্তন: পৃথকীকরণ থেকে অন্তর্ভুক্তিতে পরিবর্তন

বিশেষ শিক্ষার ইতিহাস পৃথকীকরণ থেকে অন্তর্ভুক্তির দিকে একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনগত পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। প্রাথমিকভাবে, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা আলাদা প্রতিষ্ঠান বা শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনা করতো, যেগুলি সাধারণ শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা ছিল। এই পদ্ধতি এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ছিল যে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা আলাদা শিক্ষার প্রয়োজন, যা বিশেষ পরিবেশে দেওয়া হবে। তবে, এই পদ্ধতির ফলে সামাজিকভাবে তাদের ওপর একটি কলঙ্ক তৈরি হতো এবং তারা সমাজের মূলধারায় সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে পারতো না।

কালের সাথে সাথে প্রতিবন্ধিতার ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে এবং এর সাথে শিক্ষার দর্শনও বদলেছে। নাগরিক অধিকার আন্দোলন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণাকে উৎসাহিত করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এমন একটি মডেলকে সমর্থন করে যা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাধারণ শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্ত করে, যতটা সম্ভব। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র বাস্তবিক নয়, বরং দর্শনগতও, যা বিশ্বাস করে যে সকল শিক্ষার্থী তাদের সহপাঠীদের সঙ্গে শেখার অধিকার রাখে এবং তাদের পারস্পরিক সম্মান ও বোঝাপড়া বাড়ানোর সুযোগ প্রয়োজন।

ISSN 2581-7795

অন্তর্ভুক্তিমূলক মডেল প্রতিবন্ধীতার উপর ভিত্তি করে প্রচলিত ঘাটতিগুলির মডেলকে চ্যালেঞ্জ করে, যা শিক্ষার্থীদের কী করতে পারে না তার উপর জোর দিত। এর পরিবর্তে, এটি শিক্ষার্থীদের শক্তি ও বিশেষত্বকে মূল্যায়ন করে এবং এটিকে শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তোলার একটি উপায় হিসেবে দেখে। এই দর্শন বলে যে শিখনের ধরন ও ক্ষমতার বৈচিত্র্য শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করে এবং সহানুভূতি, সৃজনশীলতা এবং সহযোগিতা বাড়ায়।

ঘাটতি মডেল থেকে শক্তির ভিত্তিতে মডেলে পরিবর্তন

ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষ শিক্ষা ঘাটতি মডেলের উপর ভিত্তি করে ছিল, যেখানে প্রতিবন্ধীতাকে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখা হতো। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবন্ধীদের সমস্যাকে "ঠিক করার" দিকে মনোনিবেশ করতো, যা শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসতো। এই মডেলের অধীনে বিশেষ শিক্ষা মূলত শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা সংশোধনের উপর জোর দিত এবং শিক্ষাদানের লক্ষ্য ছিল তাদেরকে সাধারণ মানে নিয়ে আসা।

অন্যদিকে, শক্তির ভিত্তিতে মডেল প্রতিবন্ধীতাকে দুর্বলতা হিসেবে না দেখে একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অংশ হিসেবে মূল্যায়ন করে। এই মডেলটি শিক্ষার্থীর সীমাবদ্ধতার দিকে মনোনিবেশ না করে তার দক্ষতা ও ক্ষমতার উপর জোর দেয়। শিক্ষাদানকে শিক্ষার্থীর শক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যেখানে তাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য যথাযথ সহায়তা প্রদান করা হয়।

এই ঘাটতি থেকে শক্তির ভিত্তিতে মডেলের পরিবর্তন বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে শিক্ষাদানের আরও ব্যক্তিগত এবং সার্বিক পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে,

ISSN 2581-7795

যেমন Universal Design for Learning (UDL), যা শেখার জন্য নমনীয় পাঠ্যক্রমের পক্ষে অবস্থান করে। এটি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণে সহায়ক।

প্রধান দার্শনিক তত্ত্ব ও বিশেষ শিক্ষায় তাদের প্রয়োগ

বিশেষ শিক্ষায়, দার্শনিক তত্ত্বগুলি শিক্ষাদান কৌশলের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যা শিক্ষকদের বিভিন্ন শিখন চাহিদাযুক্ত ছাত্রদের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে। গঠনমূলকবাদ, মানবতাবাদ, আচরণবিজ্ঞান এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষাদানের পদ্ধতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক, মানিয়ে নেওয়া যায় এমন এবং ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শিক্ষার দিকে পরিচালিত করে। এই বিভাগে বিশেষ শিক্ষায় এই প্রধান তত্ত্বগুলির প্রয়োগ এবং তারা কীভাবে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গঠনমূলকবাদ (Constructivism)

গঠনমূলকবাদের মূলনীতি (ভাইগটস্কি, পিয়াজে)

গঠনমূলকবাদ, জিন পিয়াজে এবং লেভ ভাইগটস্কির কাজের উপর ভিত্তি করে, এই তত্ত্বের মূল কথা হলো শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবেশ এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান গঠন

ISSN 2581-7795

করে। পিয়াজের তত্ত্ব বলে যে শিশুরা তাদের চারপাশের পরিবেশের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে জ্ঞান তৈরি করে এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন কিছু শেখে। অন্যদিকে, ভাইগটস্কি শিখনের সামাজিক দিকটিতে জোর দিয়েছিলেন এবং "Zone of Proximal Development (ZPD)" ধারণা দেন, যেখানে শিক্ষার্থীরা অন্য শিক্ষকদের বা সহপাঠীদের সাহায্যে আরও জটিল বিষয় শেখার ক্ষমতা অর্জন করে।

বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রয়োগ

বিশেষ শিক্ষায়, গঠনমূলকবাদ শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ছাত্রদের শিখনের প্রয়োজন অনুযায়ী মানিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য তৈরি করতে সহায়ক, যেখানে শিক্ষকেরা ছাত্রদের বিকাশ স্তর, আগ্রহ এবং পূর্ব জ্ঞান অনুযায়ী পাঠের কৌশলগুলি পরিবর্তন করে। গঠনমূলক শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অন্বেষণ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং সমস্যার সমাধানের কাজে নিজেকে যুক্ত করতে পারে, যার ফলে তারা নিজস্ব গতিতে জ্ঞান গঠন করতে পারে।

সক্রিয় শিক্ষণ, ব্যক্তিগত শিক্ষাদান এবং সেফোল্ডিং

গঠনমূলকবাদ সক্রিয় শিক্ষণকে উত্সাহিত করে, যেখানে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ না করে বরং শিক্ষার প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ শিক্ষায়, এটি শিক্ষার্থীদের তাদের শক্তির সাথে মিলিয়ে উপকরণগুলির সাথে যুক্ত করার অনুমতি দেয়। শিক্ষকেরা সেফোল্ডিং কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন, যা ছাত্রদের এমন

ISSN 2581-7795

কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করে যেগুলি তাদের বর্তমান ক্ষমতার বাইরে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য, এটি জটিল কাজগুলিকে ছোট ধাপে বিভক্ত করা, চাক্ষুষ সহায়তাগুলি সরবরাহ করা, বা মৌখিক পরামর্শ দিয়ে শিখনের প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে। শিক্ষার্থীরা যত দক্ষতা অর্জন করবে, এই সহায়তাগুলি ধীরে ধীরে অপসারণ করা হয়, যা তাদের স্বাধীনতাকে উন্নীত করে।

বিশেষ শিক্ষার শ্রেণীকক্ষে, গঠনমূলক পদ্ধতিগুলি সহযোগিতা, হাতে-কলমে শেখা এবং অভিজ্ঞতামূলক কার্যকলাপকে উত্সাহিত করে, যা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাদান পদ্ধতিতে অসুবিধা অনুভব করা শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক।

মানবতাবাদ (Humanism)

মানবতাবাদী শিক্ষাগত তত্ত্ব (রজার্স, মাসলো)

মানবতাবাদী শিক্ষার উপর কার্ল রজার্স এবং আব্রাহাম মাসলো-এর কাজের প্রভাব রয়েছে, যেখানে শিক্ষার মানসিক, সামাজিক এবং আবেগগত দিকগুলিতে জোর দেওয়া হয়। মানবতাবাদী তত্ত্বগুলি ব্যক্তিগত বৃদ্ধি, স্ব-উপলব্ধি এবং শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনার বিকাশকে গুরুত্ব দেয়। রজার্স শিক্ষাদানকে একটি ছাত্র-কেন্দ্রিক এবং সহানুভূতিশীল পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যেখানে শিক্ষক ছাত্রদের শিখনের প্রক্রিয়ায় গাইড হিসেবে কাজ করেন। মাসলোর প্রয়োজনের স্তরবিন্যাস শিক্ষকদের বুঝতে সাহায্য করে যে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি (নিরাপত্তা, গ্রহণযোগ্যতা, সম্মান) পূরণ না হলে তারা শিক্ষার প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে পারে না।

বিশেষ শিক্ষায় আবেগগত এবং মানসিক সমর্থন

ISSN 2581-7795

বিশেষ শিক্ষায়, মানবতাবাদ আবেগগত এবং মানসিক সহায়তার ওপর গুরুত্ব দেয়। অনেক শিক্ষার্থী যাদের প্রতিবন্ধকতা আছে, তারা শিক্ষার পাশাপাশি আবেগগত এবং মানসিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। শিক্ষকেরা ছাত্রদের নিরাপদ এবং উৎসাহদায়ক পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব নেন, যেখানে তারা মূল্যবান এবং সফল হতে পারে। এটি মানসিক স্বাস্থ্য এবং আবেগগত সমর্থনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা চিহ্নিত করে।

আচরণবিজ্ঞান (Behaviourism)

আচরণবিজ্ঞান তত্ত্ব (স্কিনার, থর্নডাইক)

আচরণবিজ্ঞান, বি.এফ. স্কিনার এবং এডওয়ার্ড থর্নডাইক-এর তত্ত্বগুলির উপর ভিত্তি করে, শিখন এবং আচরণের পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ শিক্ষায়, এই তত্ত্বগুলি ক্লাসরুমের আচরণ পরিচালনা এবং শিখনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধি এবং আচরণ পরিচালনা

বিশেষ শিক্ষার ক্লাসরুমে, ইতিবাচক আচরণকে উৎসাহিত করতে এবং শিক্ষার্থীদের শেখার প্রবাহ বজায় রাখতে ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধির ব্যবহার দেখা যায়। এতে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত আচরণের জন্য পুরস্কৃত করা হয়, যা তাদের শিখনে অনুপ্রাণিত করে এবং মোটিভেশন বৃদ্ধি করে।

ISSN 2581-7795

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমালোচনামূলক শিক্ষাদান (Critical Pedagogy)

সমালোচনামূলক শিক্ষাদান (ফ্রেইরে) এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা

পাওলো ফ্রেইরে দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমালোচনামূলক শিক্ষাদান একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করে। এটি সমাজে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অধিকারের জন্য সংগ্রামের অনুপ্রেরণা দেয়।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষা এবং সমতা প্রতিষ্ঠা

বিশেষ শিক্ষার শিক্ষকেরা এই তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য অধিকার ও সম্মান রক্ষার কাজ করেন। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তারা শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব প্রদান করে এবং তাদের শেখার প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।

বিশেষ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ভূমিকা

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বিশেষ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাধারণ শ্রেণীকক্ষে সংহত করার উপর জোর দেয়। এই পদ্ধতির ভিত্তি হল সমতা, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা, যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি শিক্ষার্থী, তাদের দক্ষতা যাই হোক না কেন, সমান শিক্ষার সুযোগ পায়। অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র একাডেমিক পরিবেশে নয়, সামাজিক সংহতি, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং একসাথে বেড়ে ওঠার সংস্কৃতিকে প্রচার করে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সংজ্ঞা ও এর দার্শনিক ভিত্তি

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে প্রতিবন্ধী এবং অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের একসাথে একই শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা প্রদান করা হয়, প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং সুবিধাসমূহ সহ।

ISSN 2581-7795

এই শিক্ষার দর্শন ভিত্তি করে যে সমস্ত শিক্ষার্থীর, তাদের ক্ষমতা বা অক্ষমতা যাই হোক না কেন, স্কুলের পূর্ণাঙ্গ জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের আলাদা শ্রেণীকক্ষে বা বিশেষায়িত স্কুলে বিভক্ত করার ধারণা থেকে সরে আসে এবং এমন একটি শিক্ষার পরিবেশ তৈরির উপর জোর দেয় যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হয় এবং তাদের সফলতার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি গভীরভাবে সমতাবাদ এবং সমতা-এর মধ্যে নিহিত। সমতাবাদ সমস্ত ব্যক্তির সমান আচরণের পক্ষপাতী, যা স্বীকার করে যে প্রতিটি শিক্ষার্থী মূল্যবান এবং তাদের সমান অধিকার এবং সুযোগ দেওয়া উচিত। অন্যদিকে, সমতা ন্যায্যতার উপর জোর দেয়, যা বোঝায় যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে সফল হতে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীকক্ষে, উদ্দেশ্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীর তাদের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং সহায়তার ব্যবস্থা করা। এই পদ্ধতি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষামূলক মডেলগুলির পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, যা পূর্বে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক করে রেখেছিল এবং পরিবর্তে একটি আরও ন্যায়সঙ্গত এবং সমান শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে যা সমস্ত শিক্ষার্থীর উপকার করে।

সামাজিক সংহতি, সমান সুযোগ এবং প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সামাজিক সংহতি প্রচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা স্কুলের সমান সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সংহতি প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে যুক্ত প্রতিবন্ধকতা এবং কুসংস্কার ভেঙে দেয় এবং সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মিক অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি তৈরি করে। তাদের সহপাঠীদের সাথে দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সামাজিক দক্ষতা বিকাশ করে, বন্ধুত্ব তৈরি করে এবং সামাজিক

ISSN 2581-7795

পরিস্থিতি পরিচালনা করতে শেখে, যা তাদের সামগ্রিক ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষমতার সহপাঠীদের সাথে শিখতে পারে, যার ফলে সহানুভূতি, বোঝাপড়া এবং বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি পায়।

সমান সুযোগের ক্ষেত্রে, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করে যে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের মতো একই পাঠ্যক্রম এবং শিখন অভিজ্ঞতা পায়। এই পদ্ধতি চ্যালেঞ্জ করে সেই ধারণাকে যে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা একটি আলাদা বা পরিবর্তিত শিক্ষার পথে এগিয়ে যাবে। পরিবর্তে, এটি একটি মানিয়ে নেওয়া পাঠ্যক্রমের উপর জোর দেয় যা বৈচিত্র্যময় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। এটি শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সফলতা অর্জনে সহায়তা করে না, পাশাপাশি তাদের সমাজের অন্তর্ভুক্তির জন্যও প্রস্তুত করে, যেখানে তারা উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং অর্থবহ সামাজিক অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রবেশাধিকারের আরেকটি মূল দিক অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা। বিদ্যালয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে যে শারীরিক পরিবেশ এবং শিখন সামগ্রী উভয়ই সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য প্রবেশযোগ্য। এর মধ্যে পড়ে চলাফেরা সমস্যা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করা, দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণ সমস্যার জন্য সহায়ক প্রযুক্তি সরবরাহ করা এবং পাঠ্য সামগ্রীর বিকল্প ফরম্যাট প্রদান করা। প্রবেশাধিকার শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়, যেখানে শিক্ষকেরা বিভিন্ন শিক্ষণ শৈলী অনুসারে বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করেন। শিক্ষার পরিবেশ সকলের জন্য প্রবেশযোগ্য করে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সমতা প্রচার করে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সফলতার সুযোগ দেয়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীকক্ষে বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকদের ভূমিকা

JSSN 2581-7795

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্যগুলি সমর্থনে বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা সাধারণ শিক্ষা শিক্ষকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন যাতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা পায়। বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হল ব্যক্তিগত শিক্ষার পরিকল্পনা (IEP) তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা, যেখানে প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য, সুযোগ-সুবিধা এবং সংশোধনাগুলি উল্লেখ করা থাকে। এই পরিকল্পনাগুলি শিক্ষকদের শিক্ষণকে পার্থক্য করতে এবং একটি শিখন পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করে যা সমস্ত শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

IEP ছাড়াও, বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকরা সাধারণ শিক্ষা শিক্ষকদের সাথে সহযোগিতা করে পাঠগুলি মানিয়ে নেন এবং শিক্ষণ কৌশলগুলিকে সংশোধন করেন। এর মধ্যে জটিল ধারণাগুলিকে সহজ ধাপে ভাগ করা, অতিরিক্ত ভিজ্যুয়াল উপকরণ বা হাতে-কলমে সামগ্রী সরবরাহ করা, বা শিক্ষার্থীদের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকরা সেফোল্ডিং প্রদান করেন—যেটি একটি অস্থায়ী সহায়তা, যা শিক্ষার্থীদের ধীরে ধীরে তাদের শিখনে স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীরা যত দক্ষতা অর্জন করে, সহায়তাগুলি ধীরে ধীরে অপসারণ করা হয়, যা তাদের শিক্ষার প্রতি আরো বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।

বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকরা সহযোগিতামূলক শিক্ষণকে উন্নীত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীকক্ষে, প্রতিবন্ধী এবং অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা একসাথে দলবদ্ধভাবে কাজ করে, একে অপরের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পায় এবং শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলে। বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকরা এই মিথস্ক্রিয়াগুলিকে সুবিধাজনক করে তোলে যাতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং

ISSN 2581-7795

তাদের অবদানকে তাদের সহপাঠীরা মূল্যায়ন করে। এটি একটি সম্প্রদায় এবং পারস্পরিক সম্মানের অনুভূতি প্রচার করে, যা সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরির জন্য অত্যাবশ্যক।

ইউনিভার্সাল ডিজাইন ফর লার্নিং (UDL) এর সুবিধা

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে সমর্থনকারী অন্যতম কার্যকর কাঠামো হল ইউনিভার্সাল ডিজাইন ফর লার্নিং (UDL)। UDL একটি শিক্ষণ পদ্ধতি যা সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য শিখনকে প্রবেশযোগ্য করতে বিভিন্ন উপস্থাপন, অভিব্যক্তি এবং সম্পৃক্ততার মাধ্যম সরবরাহ করে। এই কাঠামো অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ এটি স্বীকার করে যে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিখন প্রয়োজন রয়েছে এবং যে একটি সাধারণ শিক্ষণ পদ্ধতি কার্যকর নয়।

UDL শিক্ষকদের বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপনের কথা বলে, যার মানে হল যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে উপযোগী করতে তথ্য বিভিন্নভাবে প্রদান করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক একটি ধারণা বোঝাতে ভিজ্যুয়াল উপকরণ, অডিও রেকর্ডিং এবং হাতে-কলমে কার্যকলাপ ব্যবহার করতে পারেন, যা বিভিন্ন শিখন শৈলীর শিক্ষার্থীদের তথ্য উপলব্ধির সুযোগ দেয়। এটি বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপকারী, কারণ এটি তাদের নিজের পছন্দের পদ্ধতিতে পাঠ্যক্রমের সাথে যুক্ত হতে সহায়তা করে।

UDL এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিভিন্ন উপায়ে অভিব্যক্তি, যা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উপায়ে তাদের বোঝাপড়া প্রকাশ করার সুযোগ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি লেখার অক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীকে একটি লিখিত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরিবর্তে মৌখিক উপস্থাপনা

ISSN 2581-7795

দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের তাদের জ্ঞান প্রকাশের জন্য বিভিন্ন বিকল্প প্রদান করে, UDL নিশ্চিত করে যে সমস্ত শিক্ষার্থী, তাদের সক্ষমতা যাই হোক না কেন, সফল হওয়ার সুযোগ পায়।

শেষত, UDL বিভিন্ন উপায়ে সম্পৃক্ততা প্রচার করে, যা স্বীকার করে যে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জিনিস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং শিখনে সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে কাজ সম্পন্ন করার বিকল্প দিতে পারেন, যা তাদের পছন্দের বিষয় অনুসরণ করতে বা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী গতি বজায় রাখতে সহায়ক হতে পারে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য, এই নমনীয়তা শ্রেণীকক্ষে তাদের সম্পৃক্ততা এবং উদ্দীপনা বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ শিক্ষায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

বিশেষ শিক্ষায় নৈতিকতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকদের অবশ্যই শিক্ষার্থীদের মর্যাদা, গোপনীয়তা এবং সম্মতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের অধিকার এবং মূল্যবোধকে সম্মান করা বিশেষ শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন এবং

ISSN 2581-7795

সীমাবদ্ধতাগুলির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে একটি নৈতিক শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকদের দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষকদের নৈতিক দায়িত্ব হল ছাত্রদের স্বাবলম্বীভাবে তাদের উন্নতি করতে সাহায্য করা এবং তাদের সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকাশে সহায়তা করা।

নৈতিক বিবেচনাগুলি

বিশেষ শিক্ষায় নৈতিক বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের স্বনির্ধারণের অধিকার, গোপনীয়তার গুরুত্ব এবং সম্মতির প্রয়োজনীয়তা। শিক্ষকদের প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে, তাদের চাহিদাগুলি বুঝতে এবং তাদের মতামতকে সম্মান করতে। শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হলে, শিক্ষকদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং এটি নিশ্চিত করতে হবে যে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

এছাড়াও, শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্কিত নৈতিক প্রশ্নগুলি প্রায়ই মৌলিক ন্যায় ও সমতার ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ন্যায়পরায়ণতার প্রশ্ন উঠতে পারে—সব শিক্ষার্থীকে কি একসাথে একই মান অনুযায়ী বিচার করা উচিত, না কি প্রত্যাশাগুলি তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী মানিয়ে নিতে হবে? বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা বিভিন্ন সক্ষমতার শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক এবং শারীরিকভাবে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োজন।

শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষকের ভূমিকা শুধু একাডেমিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তাদের শিষ্যের প্রতি সহানুভূতি, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান এবং একটি বৈষম্যমুক্ত শ্রেণীকক্ষ পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্বও রয়েছে। শিক্ষকরা যদি সহানুভূতি ও নৈতিকতার মূল্যবোধ নিয়ে কাজ করেন, তবে তারা

ISSN 2581-7795

তাদের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তা ও অনুভূতিগুলি বোঝার জন্য সক্ষম হবেন। এটি নিশ্চিত করে যে সমস্ত শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষা জীবন থেকে যথাযথভাবে লাভবান হচ্ছে এবং বিদ্যালয়ে একজন সদস্য হিসেবে মূল্যবান অনুভব করছে।

সহযোগী শিক্ষার গুরুত্ব ও দলবদ্ধতার দার্শনিক ভিত্তি

বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকদের জন্য সহযোগী পদ্ধতি অপরিহার্য। বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকদের, সাধারণ শিক্ষকদের, অভিভাবকদের এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একটি সহযোগী সম্পর্ক গড়ে তোলা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলি মেটানোর জন্য সঠিক সহায়তা পাওয়া যায়।

সহযোগিতার দার্শনিক ভিত্তি

দলবদ্ধতার পদ্ধতি যেমন কনস্ট্রাকটিভিস্ট তত্ত্ব এবং সামাজিক শিক্ষণের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। এই তত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীদের সহযোগী পরিবেশের গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করে। কনস্ট্রাকটিভিজম, যা ভিগটস্কি এবং পিয়াজের মত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, একটি ধারণা দেয় যে শিক্ষার প্রক্রিয়াটি সামাজিক ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমে ঘটে। ছাত্ররা একে অপরের কাছ থেকে শিখে এবং সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়।

কার্যকর সহযোগিতার কৌশল

বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকদের জন্য কিছু কার্যকর কৌশল হল—

ISSN 2581-7795

1. মৌলিক পরিকল্পনা: বিশেষ শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা শিক্ষকদের মধ্যে যৌথভাবে পাঠ্যক্রম তৈরি করা।

2. যোগাযোগ: নিয়মিত বৈঠক, যাতে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

3. সহযোগী শিখন: শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কাজ করা, যাতে তারা একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারে।

এই কৌশলগুলি বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে সাহায্য করে, তাদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার

ISSN 2581-7795

বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষকদের জন্য একটি শক্তিশালী শিক্ষাগত দার্শনিক ভিত্তি অপরিহার্য। উপরের আলোচনায় উল্লিখিত দার্শনিক ধারণাগুলি—নীতি ও মূল্যবোধ, সহযোগী শিক্ষা, এবং সামাজিক সমতা—সবই বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকদের জন্য একটি সঠিক শিক্ষাগত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা উচিত যা তাদের সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ক্ষমতায়নের পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে। এই দার্শনিক পদ্ধতিগুলি কেবল শিক্ষকেরাই নয়, বরং শিক্ষার্থীদের জন্যও একটি উৎসাহ হিসেবে কাজ করে।

সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই, শিক্ষকদের উচিত এই দার্শনিক পন্থাগুলিকে ক্রমাগত সমন্বয় করা, যাতে তারা পরিবর্তিত চাহিদাগুলির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। বিশেষ শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে, একজন শিক্ষকের নৈতিকতা, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার মাধ্যমে শেখানোর নীতিমালা নিশ্চিত করে যে শিক্ষার্থীরা তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অর্জনে সক্ষম হবে।

Further Reading

ISSN 2581-7795

[1] Dewey, J. (1938). Experience and Education.

[2] Duffy, M. and Forgan, J. (2005). Mentoring new special education teachers: a guide for mentors and program developers. New York: Corwin Press.

[3] Farrell, M. (2013). Looking Into Special Education: A Synthesis of Key Themes and Concepts. United Kingdom: Routledge.

[4] Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed.

[5] Francisco, M. P., Hartman, M., & Wang, Y. (2020). Inclusion and special education. Education Sciences, 10(238), 1–17.

[6] Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.

[7] Kelly, E. J. (1971). Philosophical Perspectives in Special Education. United States: Merrill.

[8] Rogers, C. (1969). Freedom to Learn.

[9] Sabornie, E. J. (2006). Philosophy of Special Education. United States: Lawrence Erlbaum Associates, Incorporated.

[10] Skinner, B. F. (1953). Science and Human Behaviour.

[11] Special Education Support: A Philosophy Statement. (1992). Canada: Waterloo County Board of Education.

[12] Masyhum, M. A. (2021). Headmasters' leadership on task load and job satisfaction of special education teachers in Malaysia. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(11), 304–319.

[13] Wagner, J. (2019). "Weakness of the soul:" The special education tradition at the intersection of eugenic discourses, race hygiene and education

ISSN 2581-7795

policies. Conatus – Journal of Philosophy SI Bioethics and the Holocaust, 4(2), 83–104.

[14] Warnock, M., Norwich, B. (2010). Special Educational Needs: A New Look. United Kingdom: Bloomsbury Publishing.

[15] Yerman, J. (2001). So You Want to be a Special Education Teacher. USA: Future Horizons Publishers.